মুখবন্ধ

আমার গবেষণার বিষয় 'জীবনানন্দের উপন্যাসের বিষয় ভাবনা ও শিল্পশৈলী'। বাংলা ভাষা ও সাহিত্য নিয়ে অনার্স পড়বার সময় থেকেই গবেষণা করার চিন্তা বা ইচ্ছে মনের মধ্যে সুপ্ত অবস্থায় ছিল। ছোটবেলা থেকেই রবীন্দ্রনাথের পাশাপাশি জীবনানন্দ দাশের কবিতা পড়েছি। তখন তাঁকে শুধু 'রূপসী বাংলা'র কবি হিসেবেই জানতাম। পরবর্তীকালে জানতে পেরেছি — তিনি শুধু কবি নন, কথাসাহিত্যিক ও প্রবন্ধকারও বটে। সেইসঙ্গে অনুধাবন করেছি, সাহিত্যের ছাত্র-ছাত্রী ব্যতিরেকে বহু বাঙালি জানেনই না জীবনানন্দ তাঁর কবিতা লেখার সমসাময়িক কালে বহু ছোটগল্প ও উপন্যাস রচনা করেছেন।

জীবনানন্দ দাশের উপন্যাস নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে দেখতে পাই তাঁর উপন্যাসগুলি দুটি পর্বে রচিত হয়েছে — প্রথম পর্ব ১৯৩১-৩৩ সাল এবং দ্বিতীয় পর্ব ১৯৪৮ সাল। ক্ষণজীবী কবির জীবিতাবস্থায় তাঁর বহু কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হলেও, মৃত্যুর প্রায় দু'দশক পর উপন্যাসগুলি প্রকাশিত হয়। তাই কবির লেখা উপন্যাসগুলির গ্রহণ-বর্জন বা নিন্দা-প্রশংসা কবি চাক্ষুষ করে যেতে পারেননি। হয়ত তাঁর সেই অভিপ্রায়ই ছিল। তাঁর অকালমৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ইচ্ছা-অনিচ্ছার খবরও তলিয়ে গেছে।

কবির জন্মশতবর্ষ পর তাঁর উপন্যাসগুলির গবেষণায় ব্রতী হয়েছি। এর কারণ শুধুই কবির লেখা উপন্যাসের প্রতি বিশেষ কৌতূহল নয়; কবির মনন, মূল্যবোধ ও জীবনদর্শন তাঁর কবিতায় যতটা প্রভাব ফেলেছে উপন্যাসেও ততটাই প্রভাব ফেলেছে কিনা সেটা জানবার দুর্দমনীয় কৌতূহল থেকে। কতদূর সাফল্য পেয়েছি সেটা অবশ্যই বিচার সাপেক্ষ ব্যাপার।

জীবনানন্দ কবিতা ছাড়া আর কিছু লিখতেন না এবং তিনি সমাজ-সচেতন ছিলেন না — এই দুটি ধারণাই বিগত দু-তিন দশক থেকে ধীরে ধীরে অপসৃত হচ্ছে। জীবনানন্দের উপন্যাস পড়তে গেলেই তাঁর সমাজবোধের গভীরতা অনুভব করি। আর তাঁর উপন্যাসের আলোচনায় তো মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করে দেশ-কাল সংলগ্ন চরিত্র। সমকালীন সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক পরিস্থিতি জীবনানন্দের চিন্তা-ভাবনার পাশাপাশি তাঁর উপন্যাসেও ছায়া ফেলেছে।

এছাড়া জীবনানন্দের উপন্যাসও যে তাঁর জীবনদর্শন দ্বারা আলোকিত হয়েছে, আমার গবেষণায় তারই কিছুটা তুলে ধরবার চেষ্টা রয়েছে। জীবনানন্দের জীবনসংক্ষেপ দিয়ে শুরু করলেও আমার মূল গবেষণার বিষয় যেহেতু জীবনানন্দের উপন্যাস, তাই আমি মূলত তাঁর

উপন্যাসের বিষয়বস্তুর নিরিখে শিল্পরীতি ও চরিত্র-চিত্রায়নে তৎপর হয়েছি।

আমার এই গবেষণার তত্ত্বাবধায়িকা শ্রদ্ধেয়া মঞ্জুলা বেরা মহাশয়ার সুপরামর্শে গবেষণার বিষয় এবং শিরোনামটি স্থির করি। আমার গবেষণার তত্ত্বাবধায়িকা শ্রদ্ধেয়া মঞ্জুলা বেরা মহাশয়া তার সাহিত্যচিন্তা দিয়ে এই গবেষণাকে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত যেভাবে তত্ত্বাবধান করেছেন তা প্রকাশ করার ভাষা নেই। তার সুচিন্তিত পরামর্শ এবং অক্লান্ত পরিশ্রমে এই গবেষণাধর্মী গ্রন্থটি রচনা করতে পেরে আমি কৃতজ্ঞ। তাকে সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই।

আমার এ কাজের জন্যে আমার বাবা ও মা প্রথম থেকেই অনুপ্রেরণা জুগিয়েছেন। তাদের আশীর্বাদধন্যা না হলে আমার এ কাজ সুসম্পূর্ণ হত না। এছাড়া গবেষণাসংক্রান্ত কাজে যাদের সাহায্য নিয়েছি তারা হলেন পরম শ্রদ্ধেয় ড. হীরেন চট্টোপাধ্যায় (কলকাতা), ড. দিগ্বিজয় দেসরকার, ড. আশীষ নাহা ও ড. উত্তীয় দে।

আমার গবেষণার কাজে আমি উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, রাষ্ট্রীয় গ্রন্থাগার (কোচবিহার), সাহিত্যসভা গ্রন্থাগার (কোচবিহার) ও ঠাকুর পঞ্চানন মহিলা মহাবিদ্যালয় গ্রন্থাগার (কোচবিহার) ব্যবহার করেছি। এছাড়া নয়াউদ্যোগ পাবলিকেশনস্ (কলকাতা), জয়জিৎ মুখার্জী (সোপান পাবলিকেশনস্, কলকাতা) এবং এস. ডি. ইম্প্রেশন (কোচবিহার) — এদের সাহায্য অনস্বীকার্য। এই সমস্ত যোগাযোগ এবং প্রেসের কাজে আমার স্বামী শ্রী সুব্রত সাহা আমাকে প্রভূত সাহায্য করেছে। তার অপরিসীম সাহায্য ও অনুপ্রেরণা এবং আমার একমাত্র পুত্র স্বপ্নীল সাহার উৎসাহ আমাকে আনন্দের সাথে কাজ করার উদ্দিপনা জুগিয়েছে।

সর্বোপরি আমি ধন্যবাদ জানাই সেইসব লেখক ও সম্পাদকদের, যারা জীবনানন্দকে নিয়ে ভেবেছেন এবং তাঁকে নিয়ে লিখেছেন। তাদের সেই মূল্যবান পুস্তকগুলি আমার কাজের পাথেয় হয়েছে। আমার কাজ সুসম্পন্ন হল সকলের সম্মিলিত সাহায্য ও অনুপ্রেরণায়। প্রত্যেককে আন্তরিক প্রণাম জানাই। গবেষণা গ্রন্থটি যদি সকলের ভালো লাগে তবে আমার প্রচেষ্টা সার্থক হবে।

Chandrima Bhattacharjee

চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য্য

কোচবিহার